রাশিয়া বিশ্বকাপ

কমান্ডো ট্রেনিংয়ের লাভ তুলছেন কেনরা

মস্কো, ১১ জুলাই ঃ রাশিয়া বিশ্বকাপে নিজেদের নতুনভাবে চেনাচ্ছে ইংল্যান্ড।

দীর্ঘদিন ইংল্যান্ড ফুটবল বড়োসড়ো সাফল্যের মুখ দেখেনি। সেই কবে ১৯৯০-এ সেমিফাইনালে খেলেছে ওরা। তারপর শুধুই ব্যর্থতা। গ্যারেথ সাউথগেটের বর্তমান দল দেশবাসীর জমে থাকা স্বপ্নটাকে ফের উসকে দিয়েছেন। ফুটবল দক্ষতার সঙ্গে মানসিক কাঠিন্যের মিশেল ঘটেছে এই দলটাতে। কৃতিত্বটা দাবি করতেই পারেন বিগবস সাউথগেট। নিজের কেরিয়ারের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে দলকে দারুণ জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন।

টাইম মেশিনে করে কয়েক দশক পিছিয়ে যেতে হবে। সময়টা ১৯৯০। গ্যারেথ সাউথগেটের প্রাক্তন কোচ অ্যালান স্মিথ বুটক্যাম্পের স্ট্র্যাটেজি নিয়েছিলেন তার ফুটবল ছাত্রদের জন্য। ট্রেনিং বলতে একেবারে মিলিটারি বেসক্যাম্প। মাস খানেকের কঠিন সামরিক প্রশিক্ষণ। ফলও পেয়েছিলেন স্মিথ। সেই মিলিটারি ক্যাম্পের অন্যতম ফুটবল-শিক্ষার্থী হিসেবে গ্যারেথ সাউথগেট প্রাপ্য শিক্ষাটা নিজের জীবনে কাজে লাগিয়েছেন।

রাশিয়ায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

দেবস্মিতা মৌলিক

গত কয়েকদিন ধরে নয়ের দশকের সেই পুরোনো ছবিটা ঘোরাফেরা করছে। ফিকে হয়ে আসা স্মৃতিটা উসকে দিচ্ছে নতুন স্বপ্নের। ২৮ বছর আগের যে স্মৃতির পাশাপাশি এবার স্থান নিয়েছে আরও কয়েকটা ছবি। ফিকে নয়, একদম টাটকা। গত বছরের। সামরিক পোশাকে ডেলে আলি, রহিম স্টার্লিং, হ্যারি কেনদের প্রশিক্ষণ নেওয়ার ছবি।

দুটো ছবির কমন ফ্যাক্টর সাউথগেট। প্রাক্তন গুরুর রাস্তাই এবার বেছে নিয়েছেন তিনি। ইংল্যান্ড দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর কেন-স্টার্লিংদের নিয়ে চলে যান ব্রিটিশ কমান্ডো শিবিরে। দীর্ঘ এবং কঠিন সামরিক প্রশিক্ষণ। সাউথগেটের ক্ষুরধার মস্তিষ্ক বুঝতে ভুল করেনি, বিশ্বকাপের মতো কঠিন টুর্নামেন্টে সাফল্য পেতে গেলে ভালো খেলার পাশাপাশি মানসিক দৃঢ়তা দরকার। হ্যারি কেনদের জন্য বেছে নেন কমান্ডো ট্রেনিং। ব্রিটিশ কমান্ডোরা যেভাবে প্রশিক্ষণ নেন, সেই অনুশাসন মেনে নিজেদের তৈরি করেছিলেন কেন-স্টার্লিংরা।

২৮ বছর আগের ছবিটা পোস্ট করেছেন খোদ প্রাক্তন ইংল্যান্ড বিগবস অ্যালান স্মিথ। শেষ চারের আগে বর্তমান দলকে উৎসাহ জোগাতেই ছবি পোস্ট করে স্মিথ লিখেছেন, 'রবিবার পুরোনো ছবিটা টুইট করেছি। গুরুত্বপূর্ণ টুরের আগে আমরা ক্যাটারিকের আর্মি বেসক্যাম্পে বুটক্যাম্প করেছিলাম। প্রত্যেকবারই এরকম স্পেশাল প্রাক্-মরশুম প্রস্তুতি নিয়ে থাকে ক্রিস্টাল প্যালেস। নয়ের দশকের শুরুর দিকে ফিটনেসকে বাড়তি গুরুত্ব দিতাম আমরা। কঠিন ট্রেনিং। ভোর ৬টা থেকে শুরু হত। প্রথমে তিন কিলোমিটার দৌড়। তারপর ব্রেকফাস্ট। তারপর আর্মি ড্রিল। দিন দশেকের বুটক্যাম্প। অনুশাসন মেনে সামরিক প্রশিক্ষণ। গত বছর গ্যারেথ যখন ইংল্যান্ড দলকে নিয়ে ডেভনের রয়্যাল মেরিনস কমান্ডো ট্রেনিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, পুরোনো স্মৃতিগুলি মনে পড়ছিল। মনের মধ্যে উঁকি মারছিল সেইসব সোনালি স্মৃতি।'

ফুটবলারদের কমফোর্ট জোন থেকে বের করে আনতেই মিলিটারি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেন সাউথগেট। কমান্ডোদের কঠিন ড্রিল করিয়েছেন স্টার্লিংদের। এরমধ্যে পিঠে ২১ কেজি ভার নিয়ে মাইল চারেকের রাস্তা পেরোনো। ৪৮ ঘন্টার বুটক্যাম্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল টিমের খেলোয়াড়দের মধ্যে একাত্মতা গড়ে তোলা। এরজন্য স্পেশাল এক্সারসাইজ ছিল।

লিনগার্ড, স্টার্লিংদের দৌড়, কেনের ফিনিশিংয়ের মধ্যে বোঝাপড়ার ভিতটা কার্যত তৈরি হয়ে গিয়েছিল বছর খানেক আগের আর্মি ট্রেনিংয়ে। রাশিয়া বিশ্বকাপে যার সুফল পাচ্ছে টিম ইংল্যান্ড। স্বপ্ন দেখিয়েছে ইংল্যান্ড সমর্থকদের।

বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিতে কমান্ডোদের কাছে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন স্টার্লিং, হ্যারি কেনরা।

এমবাপেকে সামলাতে না হওয়ায় খুশি ফার্দিনান্দ

সেন্ট পিটার্সবার্গ, ১১ জুলাই ঃ চলতি বিশ্বকাপ থেকে আর্জেন্টিনার বিদায়ের জন্য জর্জে সাম্পাওলির ভুল স্ট্র্যাটেজির পাশাপাশি তাঁর অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্সকেও একাধিক বিশেষজ্ঞ কারণ হিসেবে বেছেছেন। যেখানে তিনি জোড়া গোল করে একাই নীল-সাদা জার্সিধারীদের ধ্বংস করে দেন। মঙ্গলবার সেমিফাইনালে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে গোল না পেলেও এহেন ফরাসি টিনএজার কিলিয়ান এমবাপের ডানপ্রান্তিক দৌড় একাধিকবার রেড ডেভিলসের ডিফেন্সকে বিব্রত করেছে। নিজের সময়ে অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার হলেও এমবাপেকে সামলাতে না হওয়ায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন সেন্টারব্যাক রিও ফার্দিনান্দ।

এপ্রসঙ্গে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তনী ফার্দিনান্দ বলেছেন, 'কোনও স্ট্রাইকারের অবিশ্বাস্য গতির সঙ্গে তাল মেলানো সবসময়ই কঠিন। ১৯ বছরের এমবাপে বিশ্বকাপের মঞ্চে রীতিমতো ত্রাসের সঞ্চার করেছে। আমার সময়ে ও থাকলে এমবাপেকে আটকানোর জন্য ভগবানের সাহায্য চাইতাম। ওকে কোনও একজন ডিফেন্ডারের একার পক্ষে সামলানো সহজ নয়। আমিও বাকিদের পাশে চাইতাম। কেরিয়ারের শেষের দিকে এটাই বেশি করে করেছি। যখনই দেখতাম কোনও দ্রুতগতির ফুটবলার বল নিয়ে ঢুকছে তখন মাইকেল ক্যারিককেও পাশে রাখতাম।'

এমবাপের পাশাপাশি বেলজিয়ামের তারকা স্ট্রাইকার রোমেলু লুকাকুরও প্রশংসা করেছেন ফার্দিনান্দ। তাঁর কথায়, 'লুকাকু অনেকটা ফেরারি মতো। যখন ও দৌড়ানো শুরু করে তখন ওকে সামলানো মুশকিল। বিশ্বের অন্যতম ধারাবাহিক স্ট্রাইকার লুকাকু। ওর খেলা দেখতে সবসময় ভালো লাগে।'

এদিকে, গোল না পেলেও অলিভার জিরোডকে দেওয়া এমবাপের অসাধারণ ব্যাকহিল পাস সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। যদিও জিরোড সেটাকে গোলে রাখতে পারেননি।

সোমবার ছুটি চাইছে ইংল্যান্ড

লন্ডন, ১১ জুলাই ঃ ফ্রান্স ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে। রবিবার তাদের প্রতিপক্ষ কে হবে, এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ফুটবল বিশেষজ্ঞদের একটা বড়ো অংশ ইংল্যান্ড বনাম ফ্রান্স বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখতে শুরু করেছে। হ্যারি কেন, লিনগার্ডদের ফাইনালের সম্ভাবনা যখন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, তখন ইংল্যান্ড জুড়ে আগামী সোমবার ছুটির দাবিও উঠছে প্রবলভাবে। জানা গিয়েছে, সরকারি ওয়েবসাইটে ইতিমধ্যেই সোমবার ব্যাংক বন্ধ রাখার পাশে সরকারি ছুটি ঘোষণার জন্য ১ লাখ ৮০ হাজার ফুটবলপ্রেমী আবেদন করেছেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট শেষপর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করবে কিনা, স্পষ্ট নয়। কিন্তু গ্যারেথ সাউথগেটের দলের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ইংল্যান্ডের সরকারি মহলকেও সোমবার ছুটি ঘোষণার ব্যাপারে ভাবতে বাধ্য করছে। ইংল্যান্ডের লেবার পার্টির নেতা জেরেমি করবিন মানুষের এই আবেগকে মর্যাদা দিয়ে সোমবার ছুটি ঘোষণার কথা ভাবা উচিত বলে জানিয়ে বলেছেন, 'বিশ্বকাপ ভিন্ন পর্যায়ের প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা গোটা দেশকে একত্রিত করে দেয়। তাছাড়া সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ছুটির প্রস্তাবটা খারাপ নয়।'

হ্যারি কেনদের সমর্থক শচীনও

মুম্বই, ১১ জুলাই ঃ রাশিয়ার মাটিতে বিশ্বকাপ জিতবে কোন দল? এই প্রশ্নের জবাব পেতে তোলপাড় দুনিয়া। আগামী রবিবারই নতুন বিশ্বচ্যাম্পিয়নের নাম জানা হয়ে যাবে সবার। বেশিরভাগই ফ্রান্স বনাম ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ ফাইনালের প্রত্যাশায় রয়েছেন। শচীন তেন্ডুলকারের মতো কিংবদন্তি মনে করছেন, এবার ইংল্যান্ডেরই কাপ জেতা উচিত। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং দুনিয়ায় শচীনের পছন্দ চমকে দিয়েছে অনেককেই। লিটল মাস্টারের অবশ্য সেসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই। ইনস্টাগ্রামে শচীন লিখেছেন, 'গাইস, এবার আমি ইংল্যান্ডকে সমর্থন করছি।'

কোহলিরা এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে ব্যস্ত। ফলে তার মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা যেন না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্যই শচীন আরও লিখেছেন, 'ফুটবল। কাম অন ইংল্যান্ড।' বিশ্বকাপ ফুটবল জ্বর কোথাও যেন এখন ক্রিকেটকেও গ্রাস করে ফেলেছে।

সিটিতে মাহরেজ

ম্যাঞ্চেস্টার, ১১ জুলাই ঃ লেস্টার সিটি ছেড়ে সামনের মরশুমে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতে সই করলেন রিয়াদ মাহরেজ। গতবারের ইপিএল জয়ীদের সঙ্গে ৬০ মিলিয়ন ইউরোয় চুক্তি হল মাহরেজের। নতুন ক্লাবে সইয়ের পর ২৭ বছরের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার জানান, 'ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতে যোগ দিতে পারায় আমি খুশি। পেপ গুয়ার্দিওলার অধীনে খেলার ইচ্ছা অনেক দিন ধরে ছিল। এবার সেই স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে।'

সিআরসেভেন নতুন চ্যালেঞ্জে ভয় পায় না : পেলে

রোনাল্ডোর জার্সি কেনার ধুম জুভেন্তাসে

মাদ্রিদ, ১১ জুলাই ঃ 'তখন আমি আলোর থেকেও ছুটছি জোরে/আঁকি গোল চৌকো আঁকি এক আঁচড়ে/তুমি আর কোথায় পেলে সেই আমাকে?' ৩৩ বছরের একটা লোকের মধ্যে উনিশের দামালপনা খুঁজে পাওয়ার বৃথা চেষ্টা ওল্ড লেডি অফ তুরিন করেনি। কিন্তু স্পোর্টিং লিসবন থেকে স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের হাত ধরে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আসা সেই 'কেয়ারলেস বিউটি' এখন বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা নক্ষত্র। ক্যাবিনেটে নাই বা রইল একটা বিশ্বকাপ। কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদের সাদা জার্সিতে তিনি ফুটবলকে যা দিয়েছেন তাতে ওই চামড়ার গোলকটাই ৬ ফিট ১ ইঞ্চির লোকটার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে। ফলে ডান পায়ের জাদুকরকে ৩৩ বছর বয়সেও চাওয়ার মধ্যে কোনো খোঁচা খাওয়ার শঙ্কা নেই, বরং তিনি মাঠে নামলে সান সিরো থেকে স্যান্টিয়াগো এখনও আন্দোলিত হয়। তাই জুভেন্তাসও স্বপ্ন দেখেছিল। আর রিয়ালের জার্সিতে চারটি ব্যালন ডি'অর ও টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার পর তাঁরও তো জীবনে নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে ইচ্ছা করে। আর তার সঙ্গে না চাইতেও চলে আসে অর্থের বিষয়টি। পাঠকরা হয়তো দুইয়ের মেলবন্ধনে 'এলেম নতুন দেশে' মার্কা কনসেপ্ট খোঁজার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সত্যি বলতে অর্থ নয়, একটা নতুন ক্লাবের জার্সিতে নতুন কিছু সমর্থকদের আপন করে নিয়ে খানকয়েক নয়া স্বর্ণালি মুহূর্ত জীবনের লেন্সে ক্যামেরাবন্দি করার চেষ্টাতেই ১০০ মিলিয়ন ইউরোর চুক্তিতে জুভেন্তাসে পা রেখেছেন পোর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আর বিদায়বেলায় স্বপ্নের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদকে খোলা চিঠি লিখে স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যু ছাড়লেন সিআরসেভেন।

'এই তো আমার শ্রেষ্ঠ জামা/ছিঁড়ছি, ছিঁড়ব শেষ বোতাম।' ২৮ মে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালের ঐতিহাসিক রাতে প্রিয় 'অল হোয়াইট' জার্সিটা খুলে রাখার সময়ই কি অন্যরকম কিছু ভেবেছিলেন রোনাল্ডো। মুখে স্বীকার না করলেও স্প্যানিশ মিডিয়া তো তাঁর দলবদলের জল্পনা নিয়ে পাতা ভরিয়েছিল। এমনকি রিয়াল মাদ্রিদ প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের সঙ্গে দলের সেরা ফুটবলারের সম্পর্ক নিয়েও নানান মুখরোচক গল্প ভেসে উঠেছিল। তারপর বিশ্বকাপ আসে। ফুটবলের সর্বোচ্চ মঞ্চে ধুন্ধুমার লড়াইয়ের মধ্যেও তিনি রিয়ালে থাকবেন কিনা সেই আলোচনায় ভাটা পড়েনি। যার জন্য রোনাল্ডোর পুরোনো ক্লাব ম্যান ইউ, টাকার বন্যা বইয়ে দেওয়া পিএসজির মতো ইউরোপিয়ান জায়ান্টরা ভিতরে ভিতরে ঘুঁটি সাজানো শুরু করে। কিন্তু তাদেরকে শেষ ল্যাপে ওভারটেক করে জুভেন্তাস! ইতালির ক্লাবটির অতিবড়ো সমর্থকও প্রথমে বিশ্বাস করতে চাননি। কিন্তু চুক্তিটি দিনের আলো দেখার পর থেকেই জুভেন্তাস সমর্থকরা যেমন আনন্দে ভাসছেন ঠিক তেমনই গ্যালাকটিকোস শিবিরে যেন গ্রহণ লেগেছে। আসন্ন মরশুমে এল ক্লাসিকো যখন আসবে তখন বার্সেলোনাতে তো বাঁ পায়ের ম্যাজিশিয়ান থাকবেন, কিন্তু রিয়াল কি তাঁকে টেক্কা দেওয়ার মতো কাউকে খুঁজে পাবে? কোন লড়াই চাক্ষুষ করার জন্য আর লা লিগা দেখতে বসা? এহেন না পাওয়া কিছু উত্তরের হদিসের মাঝেই বুধবার খোলা চিঠিতে রিয়াল ছাড়ার কারণটা বোঝাতে চেয়েছেন ইউরোজয়ী রোনাল্ডো। সেখানে তিনি বলেছেন, 'মাদ্রিদ শহর ও রিয়ালে কাটিয়ে যাওয়া এবছরগুলি সম্ভবত আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় সময়। এই ক্লাব, ক্লাবের সমর্থক, এই শহরের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমাকে তারা যেভাবে ভালোবেসেছে, আমার প্রতি আবেগ দেখিয়েছে, সেটার জন্য সবাইকে আমি শুধু ধন্যবাদ দিতে পারি। জানি সেটা যথেষ্ট নয়। তবে এরচেয়ে বেশিকিছু দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। যাই হোক আমি বিশ্বাস করি জীবনের নতুন ধাপে পা রাখার সময় হয়েছে। তাই ক্লাবকে বলেছিলাম, আমাকে ট্রান্সফার হওয়ার অনুমতি তারা যেন দেয়। আমি তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু সমর্থকদের বলব, আমাকে প্লিজ বোঝার চেষ্টা করুন। ৯টা অসাধারণ, তুলনাহীন বছর এই ক্লাবে কাটালাম। আমার কাছে রোমাঞ্চকর সময় ছিল এটা। আমার কাছে রিয়ালের অনেক প্রত্যাশা থাকায় সময়টা কঠিনও ছিল। কিন্তু সেটা নিয়ে সচেতন ছিলাম। এখানে ফুটবল যতটা উপভোগ করেছি কখনও ভুলব না। ড্রেসিংরুমে ও মাঠে অসাধারণ কিছু সঙ্গী পেয়েছি। সমর্থকদের আবেগটাও বুঝতে পারতাম। সবাই মিলে আমরা টানা তিনটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও পাঁচ বছরে চারটি ট্রফি জিতেছি। ব্যক্তিগতভাবে চারটি ব্যালন ও তিনটি গোল্ডেন বুট রয়েছে এই ক্লাবের জার্সিতেই। এই সবটাই পেয়েছি রিয়ালের মতো একটা অসাধারণ ক্লাবে খেলার জন্য। রিয়াল মাদ্রিদ আমার ও পরিবারের মনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। ক্লাব সভাপতি, বোর্ড, সতীর্থ, কোচিং স্টাফদের অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রত্যেকের অকুণ্ঠ সহযোগিতা না থাকলে এই ক্লাবে এত সাফল্য পেতাম না। এই নয় বছরে বিশ্বের কিছু সেরা ফুটবলারদের বিপক্ষেও খেলেছি। তাদের প্রতিও সম্মান ও শ্রদ্ধা রইল। দীর্ঘ চিন্তাভাবনার পরই রিয়াল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বিশ্বের যেখানেই থাকি না কেন, রিয়াল, রিয়ালের সাদা জার্সি, স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যু আমার জীবনের অংশ হয়ে থাকবে। নয় বছর আগে প্রথমবার এই ক্লাবে পা রেখে যা বলেছিলাম আজকেও সেটাই শেষবারের মতো বলতে চাই- 'হালা মাদ্রিদ'।

জুভেন্তাসের জার্সি গায়ে কি এমনই লাগবে রোনাল্ডোকে? কৌতূহল মেটাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি ছড়িয়ে দিলেন ভক্তরা।

তুরিনে রোনাল্ডোর জার্সি হাতে এক তরুণী।

আইজ্যাক নিউটনের তৃতীয় সূত্রের প্রভাব দৈনন্দিন জীবনের সব জায়গায় রয়েছে। সেইজন্যই বিদায়বেলায় দীর্ঘদিনের ক্লাব সতীর্থকে প্রশংসা ভরিয়ে দিতে কার্পণ্য করেননি রিয়াল অধিনায়ক সার্জিও র‍্যামোস। আবেগ জড়ানো গলায় তিনি বলেছেন, 'তোমার গোল, পরিসংখ্যান, রেকর্ড কাউকে বলে বোঝানোর দরকার নেই। ক্লাবের ইতিহাসে তুমি বিশেষ জায়গা দখল করে নিয়েছ। মাদ্রিস্তা হিসেবে তোমায় সবসময় মনে রাখব। তোমার সঙ্গে খেলতে পেরে আমি আনন্দিত। কেরিয়ারের নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য শুভকামনা রইল।' জুভেন্তাসে পা রাখার প্রাক্‌মুহূর্তে ফুটবল কিংবদন্তি পেলের থেকে সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো শুভেচ্ছাবার্তা পেয়েছেন রোনাল্ডো। ১৮ বছর স্যান্টোসে থাকার পর নিউ ইয়র্ক কসমসে যোগ দিয়েছিলেন পেলে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বলেছেন, 'রোনাল্ডোকে অভিনন্দন। স্যান্টোস ছাড়ার সময়টা আমার জন্য কঠিন ছিল। কিন্তু সিদ্ধান্তটা সঠিক নিয়েছিলাম। রোনাল্ডোর মতো চ্যাম্পিয়নরা চ্যালেঞ্জ নিতে ভয় পায় না।' শুধু পেলে, র‍্যামোস নন, গোটা ফুটবল বিশ্বই বিশ্বকাপের মাঝেও সর্বকালের অন্যতম সেরাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিতে ভোলেনি। অ্যালফ্রেড ডি'স্টেফানো, দিয়েগো মারাদোনা, লিওনেল মেসি, রিয়াল কোচ জিনেদিন জিদান, ম্যান ইউয়ের ম্যানেজার হোসে মোরিনহো, রিয়াল প্রেসিডেন্ট পেরেজ- লম্বা তালিকাটা আগামী কয়েকদিনে আরও দীর্ঘায়িত হবে।

রোনাল্ডো যখন প্রায় চোখের জলে বার্নাব্যু ভাসাচ্ছেন তখন সিরি আ বিশ্বের সেরা ফুটবলারের আগমনের আনন্দে চলতি বিশ্বকাপে ইতালির না থাকার দুঃখ ভুলতে চাইছে আজ্জুরিরা। আর হবে নাই বা কেন, বিশ্বের অন্যতম সেরা লিগ সিরি আ রোনাল্ডোর মাপের কোনো বড়ো তারকা আগে দেখেনি। জুভেন্তাস তো দূরের কথা। বরং কখনও ব্রাজিলের প্রাক্তন তারকা রোনাল্ডিনহোর নাপোলিতে যোগদান কিংবা মেসির ইনটার মিলানে আসার গুজবে মজা নিয়েছেন ফুটবলপ্রেমীরা। ফলে রোনাল্ডোর এই সত্যিকারের সিরি আ-তে আগমনের মুহূর্তটাকে রঙিন করে রাখতে চাইবে জুভে। যার জন্যই রোনাল্ডোর আসার খবর চাউর হতেই জুভে সমর্থকদের ৭ নম্বর জার্সি কেনার ধুম পড়ে গিয়েছে। বর্তমানে জুভেন্তাসে জুয়ান কুয়াদ্রাদো ৭ নম্বর জার্সির মালিক হলেও রোনাল্ডোর জন্য সেটা তাঁকে ছাড়তে হবে। আর বিশ্বের কয়েকশো কোটি রোনাল্ডো ভক্তের গলায় যে 'হালা মাদ্রিদ' থেকে 'ফোর্সা জুভে' ধ্বনি বিরাজ করবে সেটাই এখনই বলে দেওয়া যায়।

ফ্রান্সের নতুন হিরো উমতিতি

সেন্ট পিটার্সবার্গ, ১১ জুলাই ঃ বছর দুয়েক আগের ইউরোতে তাঁর উত্থান। সেখান থেকে বার্সেলোনার প্রথম একাদশে সুযোগ পেতে খুব একটা কাঠখড় পোড়াতে হয়নি তাঁকে। বিশাল চেহারা ও ডিফেন্সিভ কোয়ালিটির জন্য একাধিক ম্যাচে আলাদাভাবে নজর কেড়েছেন তিনি। মঙ্গলবার ডিফেন্সে নিরাপত্তা দেওয়ার পাশাপাশি ফ্রান্সকে ১২ বছর পর বিশ্বকাপের ফাইনালের ছাড়পত্র এনে দেওয়ায় আপাতত জাতীয় নায়কের মর্যাদা পাচ্ছেন লেস ব্লুজের তরুণ ডিফেন্ডার স্যামুয়েল উমতিতি।

বর্তমান ফ্রান্স দলে এমনিতে তারকার কোনও অভাব নেই। ফলে সেন্ট পিটার্সবার্গে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধেও আন্তোয়ান গ্রিজম্যান, কিলিয়ান এমবাপে, অলিভার জিরোডদের জ্বলে ওঠার আশায় ভিড় করেছিলেন ফরাসি সমর্থকরা। কিন্তু গ্রিজম্যানদের মঞ্চে নায়ক হয়ে যান ২৪ বছরের ক্যামেরুনজাত উমতিতি। বিশ্বসেরার আসরে প্রথম গোলের পর আবেগটা চেপে রাখতে পারেননি লিয়ঁর প্রাক্তন এই সেন্টারব্যাক। মাঠ ছাড়ার আগে তিনি বলেছেন, 'আজকে রাতে আমার ঘুম আসবে না। এই আবেগ প্রত্যাখ্যান করা মুশকিল। তবে যাই হোক আমি মোটেও ক্লান্ত নই।' ১৯৯৮ সালে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেও ফ্রান্সের আরেক তারকা ডিফেন্ডার লিলিয়াম থুরাম আলো ছড়িয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে আনতেই উমতিতি স্বলজ্জ জবাব, 'এটা কোনও সংকেত হতে পারে। কিন্তু দুটি ম্যাচের প্রেক্ষিত একেবারেই আলাদা। আপাতত বিশ্রাম নিতে চাই। এখন মূল ফোকাস রবিবারের ফাইনাল। ফুটবলে যেকোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হয়। যার জন্যই আমরা সেটপিসের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলাম। আমার মূল কাজ ছিল ডিফেন্ডারদের মাঝখান দিয়ে ঢুকে নিয়ার পোস্টকে টার্গেট করা। গ্রিজম্যানের কর্নারটা দুর্দান্ত ছিল। সেজন্যই ফেলাইনিকে টপকে গোল করতে পেরেছি।'

উদ্ধার হওয়া থাইল্যান্ডের কিশোরদের জয় উৎসর্গ পোগবার

সেন্ট পিটার্সবার্গ, ১১ জুলাই ঃ চলতি বিশ্বকাপের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের শেষে স্যামুয়েল উমতিতির গোলে বেলজিয়ামকে হারিয়ে ২০০৬ সালের পর ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়েছে ফ্রান্স। আর 'মিনি ফাইনাল'-এর তকমা পাওয়া ম্যাচের পাশাপাশি থাইল্যান্ডের থাম লুয়াং গুহায় নজর ছিল গোটা বিশ্বের। কেননা সেখানেই ১৭ দিন একদল থাই ফুটবলার আটকে ছিলেন। প্রথম সেমিফাইনাল শুরুর কয়েক ঘন্টা আগেই আটকে থাকা শেষ চার কিশোর ফুটবলার ও কোচকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয় উদ্ধারকারী দল। এই খবরে গোটা দুনিয়ায় আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। যার ফলেই বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে জয় এই কিশোর ফুটবল দলকে উৎসর্গ করলেন ফ্রান্সের তারকা মিডফিল্ডার পল পোগবা।

গোটা ম্যাচে পোগবা একেবারেই দাগ কাটতে না পারলেও উমতিতির মাথা ও দ্বিতীয়ার্ধে ভুলের সুযোগ নিয়ে ফাইনালের টিকিট জোগার করেছে ফ্রান্স। সেই উচ্ছ্বাস নিয়েই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের মিডফিল্ডার টুইটারে লিখেছেন, 'ফ্রান্সের জয়টা থাই কিশোরদের উৎসর্গ করলাম। ওরাই আজকের প্রকৃত হিরো। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ওরা মানসিকভাবে শক্তিশালী থাকতে পেরেছে। কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয় ওদের জন্য। আশা করি দলের প্রত্যেকেই সুস্থ রয়েছে।'

শুধু পোগবা নন, গোটা ফুটবল দুনিয়াই থাই কিশোরদের উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। থ্রি লায়ন্সের টি-শার্ট পরা দলের এক কিশোরের ছবি পোস্ট করে ইংল্যান্ডের তারকা ডিফেন্ডার কাইল ওয়াকার লিখেছেন, 'থাই ফুটবল দলের প্রত্যেকের উদ্ধার হওয়ার খবর পেলাম। খুবই ভালো লাগছে। আমি ওদের জন্য ইংল্যান্ডের জার্সি পাঠাতে চাই। কেউ কি আমাকে ওদের ঠিকানা জানাতে পারবেন?' স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর দলকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছে ম্যান ইউ। তাদের টুইটারে লেখা হয়েছে, '১২ জন ফুটবলারের ফিরে আসাটা দুর্দান্ত খবর। আমাদের প্রার্থনা সবসময় ওদের সঙ্গে ছিল। ফলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসলে ওদের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।'

এদিকে, ফাইনাল ম্যাচে এই ফুটবল দলকে ফিফা আমন্ত্রণ জানালেও কিশোরদের শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে তা বাতিল করেছে।